লিপি
কলকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১ জুন ২০১৮
Kolkata•Thursday•June 21, 2018
Arthik Lipi, Page 3

রাস্তার ইলেকট্রিক তারের জতুগৃহ সরাতে উদ্যোগী পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: মাটির উপরে বিভিন্ন গাছের সঙ্গে কিংবা ওভারহেডে ঝুলে রয়েছে ইলেকট্রিক তার। সেই তারের জতুগৃহ সরাতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা। তাই এই কাজের পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে পার্ক স্ট্রিটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বুধবার এমনটাই জানা গেল পুরসভার মাসিক অধিবেশনে। প্রথমত, বাম কাউন্সিলর মধুছন্দা দেব এই প্রশ্নের অবতারণা করেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল, কলকাতা পুরসভার যে ইলেকট্রিক পোলগুলি রয়েছে সেগুলি বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার কেবল, নেট প্রভৃতির তারগুলি এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যা অনেকসময় পোলগুলি ভেঙে ফেলছে। যার ফলে ব্যবসায়ী সংস্থাদের জানিয়ে পুরসভার কর্মীরা যখন পোলগুলি সারানোর জন্য আসছেন তখন ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিনিধিরা সঠিক সময় উপস্থিত থাকছে না। কিন্তু পোলগুলি সারাতে গিয়ে অনেকসময় ব্যবসায়ী সংস্থার তারগুলি ছিঁড়ে যায়। ফলে অনেকসময় পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় নাগরিক ও ব্যবসায়ী সংস্থাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। প্রশ্ন হল, কলকাতা পুরসভার এ বিষয় চিন্তাভাবনা আছে কি? থাকলে কি আছে? তাঁর প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে কাজ করা হচ্ছে। নিউটাউন নবদিগন্ত এই রাস্তাগুলির পরিসর বেশি সেখানে মাটির নিচ থেকে কেবল লাইন করার কাজ শুরু হয়েগেছে। তবে কলকাতার রাস্তার পরিসর কম এবং মাটির নিচে নিকাশি ও বিভিন্ন তার গেছে। এই বিষয় ১৫দিন আগে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিভিন্ন কেবল অপারেটর সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

'। তিনি আরও জানান,' তবে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে পার্ক স্ট্রিটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওখানে কাজ করা যায় কি না তা আলোচনা করা হচ্ছে। শহরে এই সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল। অনেক বস্তির অভ্যন্তর দিয়ে তারের জঙ্গল চলে গেছে। গার্ডেনরিচ, বড়বাজার, জোকা এই রাস্তাগুলির পরিসর কম। তবে কীভাবে তারগুলি মাটির নীচ থেকে টানা যায় তা নিয়ে পরিকল্পনা চলছে।' এই বিষয়টি নিয়ে বেশ সরগম হয়ে উঠে পুব অধিবেশন। প্রসঙ্গত, কয়েকমাস আগে পাক সার্কাস সংলগ্ন একটি ব্রিজে তারে জড়িয়ে পড়ে এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনা ঘটার পর শহরে জতুগৃহ হয়ে থাকা তার নিয়ে আলোচনায় বসে সরকার। এদিন আরও অনেক বিষয় নিয়ে এই অধিবেশনে আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি ভাগাড়কাণ্ড নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল শহরতলিতে। তার মধ্যে পুর বাজারগুলিতে কাটা মুরগি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মেয়র পারিষদ (বাজার) আমিরুদ্দিন ববি লিখিতভাবে আদেশনামা জারি করেন। সেই বিষয় নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। বিরোধী কাউন্সিলর দেবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন তা হল, যে আদেশটি করা হয়েছিল তা কি এখনও বলবৎ আছে? তার উত্তরে আমিরুদ্দিন ববি জানান, হ্যাঁ আদেশটি বলবৎ রয়েছে।' এদিন আরও একটি বিষয় নিয়ে পুরমহলে আলোচনা হয়। তা হল পুর অধিবেশনের মধ্যাহ্নভোজের তালিকায় মাংস ছিল। কারণ গত মাসের অধিবেশনে মাংসের বদলে মাছ ছিল খাওয়ার তালিকায়। তবে কি আশ্বাস জোগাতে চাইছে পুরসভা যে, মাংসে কোনও ভয় নেই। তবে এখন ভাগাড় কাণ্ড নিয়ে পুরসভার কোনও দায়িত্ব নেই। কারণ এই বিষয়ে নবান্নে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সেখানেই যাবতীয় কাজকর্ম চলছে এই ভাগাড়কাণ্ড নিয়ে।

চিটফান্ড মামলায় অসন্তুষ্ট সিবিআই কর্তা রাকেশ আস্থানা

লোকসভা নির্বাচনের আগে সারদা-রোজভ্যালি তদন্ত শেষ করার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার: লোকসভা নির্বাচনের আগেই শেষ করতে হবে সারদা-রোজভ্যালি তদন্তের কাজ। বুধবার সারদা-রোজ ভ্যালি সহ একাধিক চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্তকারী অফিসারদের কড়া নির্দেশ রাকেশ আস্থানার। এদিন প্রতিটি মামলার তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর। প্রায় ১৫ জন তদন্তকারী অফিসার ছাড়াও রাজ্যের সিবিআইয়ের ৩০ জন আধিকারিককে নিয়ে সকাল ১০: ২৫ নাগাদ নিজাম প্যালেসে বৈঠক শুরু করেন রাকেশ আস্থানা। সিবিআই সূত্রে খবর, প্রায় ৫ ঘন্টার বৈঠকে সারদা-রোজভ্যালি সহ একাধিক চিটফান্ড তদন্তে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বিশেষ করে প্রায় ৪ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও কেন এখনও এই সমস্ত মামলার চূড়ান্ত চার্জশিট জমা পড়েনি? এই মামলার তদন্তকারী অফিসার তথাগত বর্ধনের কাছে তা জানতে চান সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর। রাজ্যের তৈরি সিটের ভূমিকাও স্বচ্ছ নয় বলে এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন আস্থানা। রোজভ্যালি কাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার ব্রতীন ঘোষালের কাছেও মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ জানতে চান রাকেশ আস্থানা। সূত্রের খবর, জবাবে রীতিমতো অসন্তুষ্ট সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর। তদন্তকারী অফিসারদের পাশাপাশি রীতিমতো ধমকও দেন রাজ্যের সিবিআই আধিকারিকদেরও। তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর। এদিন প্রথম দফায় তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে পর্যালোচনার পর দ্বিতীয় দফায় নারদ তদন্ত নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করেন সিবিআইয়ের এই আধিকারিক। সূত্রের খবর, এই তদন্তের রিপোর্টেও যথেষ্ট অসন্তুষ্ট আস্থানা। এমনকী নারদ নিয়েও ভর্ৎসনার মুখে পড়েন এই তদন্তের আইও রঞ্জিত কুমার। অভিযোগ, ডিএসপি পদমর্যাদার এই অফিসার নারদ নিয়ে অন্ধকারে রেখেছেন দিল্লিকে। এমনকী সিবিআই হেডকোয়ার্টারে এই সংক্রান্ত কোনও রিপোর্টও দেননি। রঞ্জিত কুমারের কাজকর্ম নিয়ে অনাস্থা প্রকাশ করেন সিবিআইয়ের দু'নম্বর কর্তা। সিবিআই সূত্রের খবর, সারদা-নারদ-রোজভ্যালি সহ একাধিক তদন্তের কাজ শেষ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা এদিন তদন্তকারীদের কাছে বেঁধে দেন আস্থানা। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে এই সংক্রান্ত সমস্ত মামলাই শেষ করার কড়া নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি বৈঠকে এই মামলাগুলি নিয়ে বেশ কড়া মনোভাবও দেখিয়েছেন। সূত্রের খবর, সারদা-রোজভ্যালির মতো মামলা যে আদৌ হিমঘরে পাঠানোর কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নেই, তা স্পষ্ট করে দেন তিনি। বরং দ্রুততার সঙ্গে তদন্তের গতি বাড়ানোর নির্দেশও এদিন দেন রাকেশ আস্থানা। এমনকী এবার থেকে তদন্তের কাজে সরাসরি দিল্লি নজরদারি চালাবে বলেও জানান সিবিআই কর্তা। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে দেশে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যেই বাংলাকে পাখির চোখ করেছেন মোদী-অমিত শাহ'রা। তারই মধ্যে গুরুত্বপূর্ন এই বৈঠকে সিবিআই স্পেশাল ডিরেক্টরের রাজ্যের অস্বস্তি বাড়িয়ে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে সারদা-নারদ-রোজভ্যালি সহ একাধিক চিটফান্ড মামলার তদন্তের কাজ শেষ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

নিজাম প্যালেসে বৈঠকের পর সিবিআই কর্তা রাকেশ আস্থানা

নাবালিকাকে ঝোঁপে নিয়ে গিয়ে কুকর্মের চেষ্টা, গ্রেফতার যুবক

স্টাফ রিপোর্টার : নিউটাউনের পূর্ব হাতিয়াড়ায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে মহম্মদ আসলম নামে এক যুবককে গ্রেফতার করল নিউটাউনে থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম আসলম। মঙ্গলবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জানা গেছে, সোমবার রাতে পূর্ব হাতিয়াড়ার বাসিন্দা ১৫ বছর বয়সি এক নাবালিকা দিদির বাড়ি যাচ্ছিল। সেই সময় বাড়ির কিছুটা দূরে আসলম তার পথ আটকায়। ঝোঁপের আড়ালে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে সে। যদিও কোনরকমে সেখান থেকে পালিয়ে যায় ওই নাবালিকা। বাড়ি ফিরে নিজের পরিবারকে গোটা ঘটনা খুলে বলে। এরপর মঙ্গলবার ওই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে নিউটাউন থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নিউটাউন থানার পুলিশ গতকাল রাত আসলমকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তার চার বন্ধুকেও।

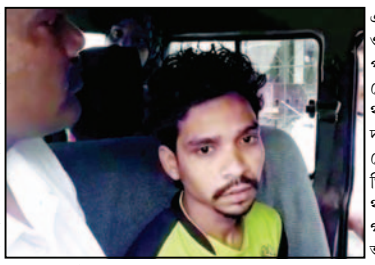

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নাবালিকাকে প্রায়ই উত্যক্ত করতে আসলম। স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে এর আগেও কয়েকবার তাকে উদ্দেশ্যে করে অশালীন মন্তব্য করেছে। কিন্তু সোমবারের ঘটনার পর নিগৃহীতার পরিবারের ধৈর্যের বাথ ভেঙে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগকারিণী নাবালিকা শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। নাবালিকার পরিবারেরর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। শ্লীলতাহানি ও পক্সো ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

'সেফ ড্রাইফ, সেভ লাইফ' সংক্রান্ত একটি নাটকে অভিনয় করলেন মদন মিত্র। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে সেই অনুষ্ঠানে হাজির শর্মিলা ঠাকুর। ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি

জলে ডুবে রহস্যজনক মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : শহরে একই দিনে দু'টি পৃথক জায়গায় জলে ডুবে মৃত্যু হল ২ জনের। রিজেন্ট পার্ক থানার পঞ্চাননতলায় পদ্মপুকুরে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল সঞ্জয় সাহা নামে এক কিশোরের। তার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে সে আচমকাই তলিয়ে যায়। আজ দুপুর ১২টা নাগাদ বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে স্নান করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার ১৮ পল্লী বটতলার বাসিন্দা সঞ্জয়ের পরিবারের দাবি, সঞ্জয় সাঁতার জানত। তাদের প্রশ্ন, তা সত্ত্বেও কীভাবে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয় সঞ্জয়ের? স্থানীয় তরফে সঞ্জয়ের পুকুরে তলিয়ে যাওয়ার পর রিজেন্ট পার্ক থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ তার দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিনের ঘটনা সম্বন্ধে সঞ্জয়ের বন্ধু, প্রত্যক্ষদর্শী এবং পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। তাই সঞ্জয়ের মৃত্যু কীভাবে হল সে নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। অন্যদিকে বুধবার আহিরিটোলা ঘাটে প্রদীপ হাজরা নামে আর এক কিশোরেরও জলে ডুবে মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আহিরিটোলা ঘাটে এক আত্মীয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পর গঙ্গার জলে ডুব দিতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে জলে তলিয়ে যায় সে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হলে তৎক্ষণাৎ রিভার ট্রাফিক পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের ডুবুরিদের একটি টিম জলে নামে প্রদীপকে উদ্ধার করার জন্য। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রদীপের দেহ উদ্ধার করা যায়নি।

বিশ্বে এই প্রথম শুধুমাত্র অটিজম আক্রান্তদের জন্য টাউনশিপ রাজ্যে

স্টাফ রিপোর্টার: এবার অটিজম আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে গোটা একটা উপনগরী! অবাক হলেও এটাই বাস্তব। অটিজম টাউনশিপ তৈরি হতে চলেছে রাজ্যে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বিশ্বের দরবারে 'ইতিহাস' তৈরি করতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শুধুমাত্র অটিজম আক্রান্তদের জন্য গোটা একটা টাউনশিপ তৈরির নজির দেশে তো নয়ই, এমনকী গোটা বিশ্বেও এই ধরনের কোনও টাউনশিপ নেই বলেই দাবি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের। সূত্রের খবর, উস্তির কাছে ডায়মন্ডহারবার রোডের শিরাকলে তৈরি হবে এই অটিজম টাউনশিপ। প্রায় ৫০ একর জমিতে তৈরি হবে উপনগরী।

নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'এটা একটা মাইলস্টোন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই ধরনের একটা টাউনশিপের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এই টাউনশিপে একজন অটিজম আক্রান্তের পরিবার নিজের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে।'

তবে শুধুমাত্র টাউনশিপই নয়, পাশাপাশি থাকবে হাসপাতাল, আবাসন, স্কুল, ডে-কেয়ার সেন্টার, সিনেমা হল থেকে শুরু করে কনফারেন্স রুমও। থাকবে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জিমও। যে সমস্ত শিশুরা এই রোগের শিকার, তারা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। ১৭ জুন গোটা বিষয়টি ট্যুইট করে জানিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৮ সালের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এই উপনগরী তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

ইতিমধ্যে তা নিয়ে মউ স্বাক্ষরও হয়েছে। প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাবও এসেছে। তবে গোটা পরিকল্পনা রাজ্যের হলেও, প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে একটি বেসরকারি সংস্থা। ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'প্রাথমিকভাবে ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে চার বছরের মধ্যে তৈরি হবে এই টাউনশিপ।' তবে শুধুমাত্র টাউনশিপই নয়, থাকবে অটিজম আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালও।

প্রতীকী চিত্র

যেখানে এই টাউনশিপের বাইরে থাকা অটিজম আক্রান্তরাও চিকিৎসার সুযোগ পাবে। থাকবে এই নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার রোগটি নিয়ে গবেষণা করার বা এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য কলেজও। সব মিলিয়ে অটিজম আক্রান্তদের এই উদ্যোগ সারা বিশ্বে রীতিমতো নজির তৈরি করতে চলেছে রাজ্য।